দুটি ছবি-কিছু কথা, এ লজ্জা রাখি কোথা !

কর্ণফুলীর পর্যালোচনা

গত কয়েক সপ্তাহ ধরে সিডনীর দুটি ওয়েব সাইটে 'কি আনন্দ ঘরে ঘরে' নাম দিয়ে একটি সম্বর্ধনা ও ঈদোত্তর সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের প্রচার চলেছিল। আয়োজক মহাশয় 'ট্যাকনিকেল কারণে' উক্ত প্রচার পত্রে তার নিজের নাম ও সাকিন দিতে সাহস পায়নি, কারণ তার 'একিন' ছিল তাতে অনুষ্ঠানটি 'ভুমিধস' পড়ার মত ব্যার্থ হবে। এত সতর্কতা সত্বেও শেষ রক্ষা হয়নি তার। প্রবাসে বাংলাদেশকে 'ছোট্ট করে' আরেকবার অহেতুক 'নাঙ্গা' করা হলো। অনুষ্ঠানে আগত কয়েকজন অষ্ট্রেলিয়ান রাজনীতিবিদ ও কাউন্সিলর বাংলাদেশীদের আভ্যান্তরীন কোন্দলের বিভৎষতা দেখে তাদের গোরা মুখ লজ্জায় রক্তিম হয়ে গিয়েছিল। 'ছি, ছি' করতে করতে অনুষ্ঠানস্থল ত্যাগ করেছিল তারা সেদিন। একজনতো জিজ্ঞেস করেই বসেছেন সিডনীতে বাংলাদেশী কমিউনিটি কি এতই ক্ষুদ্র ! তবে তিনি পরিষ্কার করে বলেননি বাংলাদেশীরা সিডনীতে কি সংখ্যায় 'ক্ষুদ্র' নাকি চারিত্রিকভাবে। জিব খসে যাওয়ায় লজ্জায় সেদিন কেউই আর জিব কাটতে পারেনি।

প্রচন্ড হতাশা ও লজ্জায় পিন-পতন নিস্তব্দতা। মঞ্চে তখন কাউন্সিলর প্রবীর মৈত্র তার বক্তব্য রাখছেন। দর্শকসারীতে সর্বডানে তার পিতা শ্রী রনেশ মৈত্র এবং উপরে বসা দুজন শ্রোতা নয় ওরা অনুষ্ঠানের শিল্পী

গত রবিবার ১৯ অক্টোবরের অনুষ্ঠানটিতে সাড়ে তিনশ আসনের বৃহৎ হলটিতে বক্তা, শিল্পী, আয়োজক ও অতিথি সহ সর্ব সাকুল্যে মাত্র ১৪ জন উপস্থিত হয়েছিলেন। একজন ফেডারেল এম.পি এবং ক্যাম্বেলটাউন ও প্যারামাট্টা কাউন্সিলের কয়েকজন কর্মকর্তা সহ বাংলাদেশীদের গর্ব বলে পরিচিত সদ্যনির্বাচিত কাউন্সিলর প্রবীর মৈত্র উক্ত অনুষ্ঠানে গিয়ে যারপর নাই বিব্রত হয়েছিলেন। দর্শকের সারিতে ক্যামেরাম্যান সমেত মাত্র ১২ জন উপস্থিত ছিলেন। এ ধরনের একটি ব্যার্থ অনুষ্ঠানের জন্যে কে দায়ী? আয়োজক নিজে, কমিউনিটি কোন্দল, না কি অন্য কিছু? তা পড়ার ধৈর্য যেমন কারো নেই ঠিক তেমনি উক্ত বিষয়টি বিশ্লেষন করার পর্যাপ্ত সময়ও আমাদের হাতে নেই। পাঠকবৃন্দ নিজ নিজ জ্ঞান ও মেধা খাটিয়ে আশাকরি এর উত্তর খুঁজে নেবেন। অনুষ্ঠানে উপস্থিত কয়েকজনকে জিজ্ঞেস করে কয়েকটি কারন জানা গেছে। তাদের মন্তব্য গুলোর সারমর্ম নিম্নরূপ: [ছবিগুলো বাংলা-সিডনী থেকে সংগ্রহকৃত, তাদের প্রতি কৃতজ্ঞতা রইলো]

১. প্রথমত অনুষ্ঠানটির দিন ও ক্ষণ সঠিক ছিলনা। বাংলাদেশীরা রবিবার মধ্যাহ্নে সাধারণত কোন দাওয়াত পার্টি [বিনা চালানে উদরপুর্তি] না থাকলে অলসভাবে হালকা একটু ঘুমিয়ে নেন। উপরন্তু উক্ত অনুষ্ঠানটির বিজ্ঞাপণে 'সুলভ মুল্যে খাদ্য খরিদ' বাক্যটি দেখে অনেকেই নিরুৎসাহিত হয়েছিলেন। বর্তমানে পেট্রোলের ক্রম বর্ধমান মুল্যের কারণে সংখ্যাগরিষ্ঠ বাংলাদেশী তেলের খরচের সাথে উদর পুর্তির হিসেবটিকে নিখুঁতভাবে কষে দেখেন। 'পয়সা বাঁচানোর' এই ধান্দায় অনেক বাংলাদেশী এমনকি তার বাল্যবন্ধুর প্রথম সন্তানের প্রথম শালগীরা বা শাদীয়ে মোবারকেও নানা উছিলায় গরহাজির থাকেন। প্রতি লিটার তেলে চারজন 'ফুল-সাইজ-পেট' [এডাল্ট] পেসেঞ্জার নিয়ে একটি সাধারণ মানের গাড়ী গড়ে দশ কি:মি: পর্যন্ত দৌড়াতে পারে। সেরকম সাইজের ক্ষুদার্ত উদরে একজন ব্যক্তি সব মিলিয়ে সর্বচ্চো সাড়ে ছয় ডলারের 'বাংলাদেশী খাদ্য' গ্রহন করতে পারেন। অতএব চারজন ব্যক্তি সর্বচ্চো ছাব্বিশ থেকে তিরিশ ডলারের খাদ্য খেতে পারেন। বন্ধুর বাড়ী যদি 'এক-ডাউন'এ তিরিশ কিলোমিটার এবং 'আপ-ডাউন'এ ষাট কিলোমিটার হয় তবে গাড়ির পেট্রোল পুড়বে ছয় লিটার অর্থাৎ প্রতি লিটারে নুন্যতম দেড় ডলার করে সেই খরচ গিয়ে দাঁড়াবে নয় ডলারে। তার উপরে 'রুচী ও সচ্ছলতা' ভেদে উপহার সামগ্রীর খরচ কুড়ি থেকে এক শত ডলার। ধরুন, কুড়ি+নয় = উনত্রিশ ডলার। যে গোত্রের সংখ্যাগরিষ্ঠ ব্যক্তিদের মগজে অংকবিশারদ চাণৈক্যের এই হিসেবটি সর্বদা ঘুরপাক খায় এবং বাড়ীওয়ালা নামটি অর্জনের জন্যে নব্বুই শতাংশ ঋন নিয়ে যে প্রবাসী জনগোষ্ঠি তাদের জীবন ও জীবিকা আষ্টে-পৃষ্ঠে বিভিন্ন ব্যাংকের কাছে গচ্ছিত রাখে তাদেরকে 'সুলভ মুল্যে খাদ্য খরিদ' করার কথা বলে 'কি আনন্দ ঘরে ঘরে' অনুষ্ঠানটি দেখার জন্যে মধ্যাহ্নে মুল সিডনী থেকে পঁয়তাল্লিশ কি:মি: দুরে ক্যাম্বেলটাউন এলাকাতে ডেকে নেয়ার মত দুঃসাহস দেখে অনেকেই মুর্ছা গিয়েছিলেন। কারণ সংখ্যাগরিষ্ঠ বাংলাদেশীরা ত্যাগে নয়, গ্রহনে বিশ্বাসী। প্রাতঃকালে একবার ত্যাগ করে একই দিনে মধ্যাহ্নে আরেকবার ত্যাগ করার মত শারিরীক ক্ষমতা এ জাতির নেই। সিডনীর অন্যান্য সংগঠন প্রায়ই যে 'ধান্দাবাজী'টা করে থাকে ঠিক সেভাবেই 'ভাত ছিটালে কাকের অভাব হয় না' প্রবাদটি মনে রেখে 'মঞ্চে উপবিষ্ট সকলের বক্তব্য গিলার পর অবশেষে ভাত গিলতে দেয়া হবে' ঘোষণা দিয়ে অনুষ্ঠানটি যদি আয়োজন করা হতো তাহলে দেখা যেত লাঞ্চে'র খরচ বাঁচাতে ভরদুপুরেও কি পরিমান 'হাভাতে বাঙালী' স্বপরিবারে সেদিন হুমড়ি খেয়ে পড়তো।

২. দ্বিতিয়ত স্থান নির্বাচন। প্রবীর মৈত্র নিঃসন্দেহে বাংলাদেশীদের গর্ব। বাংলাদেশী বংশদ্ভুত প্রথম কাউন্সিলর নির্বাচিত হয়ে অষ্ট্রেলিয়ার লোকপ্রশাসনের ইতিহাসের পাতায় তিনিই প্রথম স্বদেশের নাম লেখাতে সক্ষম হয়েছিলেন। তার বিজয়ে প্রতিবেশী বাংলাদেশীরাই প্রথম তাকে সর্ম্বধনা দেয়া উচিত ছিল। তাই সুদুর ক্যাম্বেলটাউনে তার সম্বর্ধনা শুনে গোড়াতেই অনেকে অনুষ্ঠানটিকে বিতর্কিত মনে করেছিল। প্রবীরের নিজস্ব আত্মীয় স্বজন, বন্ধু বান্ধব এমন কি তার সংগঠনের সদস্যরাও সেদিন অনুষ্ঠানে আসেননি দেখে অনেকেই বিস্মিত হয়েছিল। তাহলে প্রবীর কি কাউন্সিলর হিসেবে নির্বাচিত হয়ে প্রবাসে বাংলাদেশকে ডুবিয়েছেন! কি অপরাধ তিনি করেছেন? প্রবীরের বিজয়কে স্বাগত জানাতে কারো কষ্ঠ বা ঈর্ষা হলেও তাকে নিয়ে উপহাস করা কোন বাংলাদেশীর সাজে

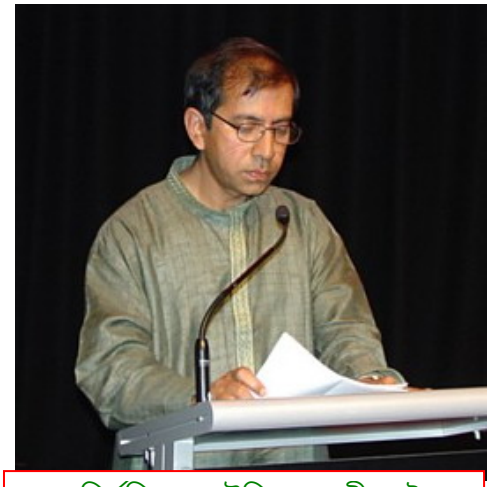

নব নির্বাচিত কাউন্সিলর প্রবীর মৈত্র, অনুষ্ঠানে শুভেচ্ছা বক্তব্য রাখছেন না কি শোকবাণী পড়ছেন তা বুঝা বড় দায়।

না, অন্তত যারা গলা উঁচিয়ে নিজেদেরকে দেশপ্রেমী এবং ধর্মনিরপেক্ষ বলে দাবী করে থাকেন। উপস্থিত একজন দর্শক মন্তব্য করেন অনুষ্ঠানের আয়োজক বস্তুত সেদিন সম্বর্ধনার নামে প্রবীর মৈত্রকে প্রবাসী বাংলাদেশী ও অষ্ট্রেলিয়ান অতিথিদের সামনে উপহাসের পাত্র হিসেবে উপস্থাপন করেছিলেন। কার অনুষ্ঠান, কোথায়, কখন, কে আয়োজক, কেন অনুষ্ঠানটি করছে ইত্যাদি সুক্ষ হিসেবটি কষলে সম্ভবত প্রবীর সেদিন ঐ 'তলা ফাটা' নৌকায় পা দিতেন না। তার শুভানুধ্যায়ী সকলে মনে করেন তিনি এ তিক্ত অভিজ্ঞতা থেকেই ভবিষ্যতের জন্য শিক্ষা গ্রহন করবেন।

৩. তৃতিয়ত অনুষ্ঠান আয়োজকের সামাজিক গ্রহনযোগ্যতা। তাকে নিয়ে সিডনীতে বেশ বিতর্ক আছে বলে কথিত। যা তিনি তার লিখিত একটি মন্তব্যে প্রকাশ্য প্রমান করে দিলেন। 'বাংলার কণ্ঠ' নামের নিরীহ শিল্পীগুলো আয়োজকের 'গ্রহনযোগ্যতা'র ফাটা বাঁশের 'কাঁচিকাটা-প্যাঁচে' পড়ে সেদিন অনর্থক নিজেদের বলি দিয়েছিল। দর্শকশুন্য অডিটোরিয়ামে সেদিন তাদের সুরেলা কণ্ঠ আর্তনাদের মত দেয়ালে দেয়ালে প্রতিধ্বনিত হয়েছিল। সুরের দেবতা অরফিউসও তাদের সমবেদনায় নিরবে নেত্রজলে সেদিন অবগাহন করেছিলেন আর প্রবোধ দিয়েছিলেন, 'ওরে অবোধ, তোরা আর কতকাল নাসিকাগ্রে ঝুলানো 'বাংলার কণ্ঠ' নামক গাজরটির পেছনে দৌড়াবি ?'

"আনন্দ ঘরে ঘরে"

গতকাল, ঈদ উপলক্ষে আয়োজিত বিনোদনমূলক অনুষ্ঠান, "আনন্দ ঘরে ঘরে" অনুষ্ঠিত হয় ক্যাম্বেলটাউন আর্ট সেন্টারে। বাংলাদেশের ক্লোজআপ-১ এর আদলে সিডনীর তরুন শিল্পীদের প্রতিযোগিতামূলক অনুষ্ঠান বাংলার কণ্ঠের শিল্পীরাই মূলত এই অনুষ্ঠানে অংশগ্রহন করেন। এ অনুষ্ঠানের আরেকটি উদ্দেশ্য ছিলো প্যারাম্যাটা কাউন্সিলের নব নির্বাচিত কাউন্সিলর শ্রী প্রবীর মৈত্রকে অভিনন্দন জ্ঞাপন। দর্শক স্বল্পতার কারনে অনুষ্ঠানটি সফল হয়েছে বলা যাবে না। এ ধরনের অনুষ্ঠানে প্রতিষ্ঠিত সংগঠনগুলির সম্পৃক্ততার ব্যাপারে আয়োজকদের আরো বিচক্ষনতার পরিচয় দিতে হবে। ছবি

Atiq Helal

সিডনীর একটি ওয়েবসাইটে বাতিক হেলালের অনুষ্ঠান বিষয়ে করা মন্তব্য

Thanks for your comment. The issue was not the coordination of others community organisations rather who is Banglar Kontho to organising the reception for Mr Prabir Maitra.

I received several phone calls as well as several messages from community leaders regarding this matter. This is our character and we showed it to other community yesterday. But I tried my best.

Atiq Helal

উপরোক্ত মন্তব্যের পর আয়োজক মহাশয় 'নিজস্ব ইংরেজীতে' তার উত্তর দিয়েছে, তার উত্তরে কমিউনিটিতে তার গ্রহণযোগ্যতা স্পষ্ঠ হলো

স্মরণ করা যেতে পারে 'বাংলার কণ্ঠ' আরেকটি বাংলাদেশী সাংস্কৃতিক সংগঠন থেকে 'পয়দায়েশ' হওয়া একটি 'প্রি-মেচুয়ার্ড বেবী' সংগঠন। গোড়া থেকেই এ শিশুটির জন্ম নিয়ে বিতর্ক ছিল। আগামী বছরের গোড়াতে পুনরায় 'বাংলার কণ্ঠ' তাদের 'ফাইনাল শো' করার নামে আরেকটি অনুষ্ঠান আয়োজনের কথা ঘোষনা দিয়েছে। উক্ত অনুষ্ঠানে আয়োজক মহদয়ের ঘনিষ্ঠ বন্ধু ও বর্তমান সাংস্কৃতিক মল্লক্ষেত্রে ভুপাতিত শিল্পী পার্থ বড়ুয়াকে প্রধান বিচারক হিসেবে আনার কথা আছে। আসন্ন অনুষ্ঠানটি নিয়েও এখন বাংলাদেশীদের মনে নানা প্রশ্ন। অনেকে মনে করেন টিভির উচ্ছৃঙ্খল ও সুন্দরী তারকা শ্রাবন্তির সাথে ছাড়াছাড়ি হওয়ার পরে পার্থ বড়ুয়া গান ছেড়ে এখন পানে বেশী মনোনিবেস করেছেন। দ্রাক্ষারস সাগরের অতলে নিমজ্জিত হওয়ার আগে বন্ধুর সহযোগীতায় তিনি অষ্ট্রেলিয়াকে তার শেষাশ্রয় হিসেবে অর্জন করতে মরিয়া হয়ে উঠেছেন। এ গুঞ্জন কতটুকু সত্য তা একমাত্র তিনি এদেশে পদার্পন করলেই বুঝা যাবে। তবে সকলে এক

বাক্যে স্বীকার করবেন যে, পার্থ বড়ুয়া নিশ্চয় বিখ্যাত রবীন্দ্র সঙ্গিত শিল্পী কাদেরী কিবরিয়া [রিফুজি এ্যাপলিকেন্ট, আমেরিকা], প্রখ্যাত সাহিত্যিক ইমদাদুল হক মিলণ [প্রাক্তন রিফুজি এ্যাপলিকেন্ট, তৎকালীন পশ্চিম জার্মেনি], জাতির-কণ্ঠ সাবিনা ইয়াসমিনের স্বামী সুমন চট্টোপধ্যায় [প্রাক্তন রিফুজি এ্যাপলিকেন্ট, তৎকালীন পশ্চিম জার্মেনি], বিশিষ্ঠ নাট্যশিল্পী ও নাট্যকার আল মনসুর [রিফুজি এ্যাপলিকেন্ট, আমেরিকা] এবং জাতিয় শিল্পী আবদুল জব্বার [প্রাক্তন রিফুজি এ্যাপলিকেন্ট, আমেরিকা] এ সকল গুণী ও নামি শিল্পীদের চেয়ে উর্দ্ধে নয়। [সিডনী তথা অষ্ট্রেলিয়াতে এভাবে বাংলাদেশী যে 'মাণিক'রা আছেন তাদের নাম আপাতত চেপে যাওয়া হলো।]

কর্ণফুলীর পর্যালোচনা